SULAIMAN THE MAGNIFICENT

সুলতান সুলায়মান

বই	সুলতান সুলায়মান
লেখক	কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক
সম্পাদক	সালমান মোহাম্মদ
বানান পরিমার্জন	উম্মু আলি মোহাম্মদ
প্রকাশক	মুহাম্মদ আবদুল্লাহ খান
প্রচ্ছদ ও নামলিপি	কাজী যুবাইর মাহমুদ

SULAIMAN THE MAGNIFICENT

সুলতান সুলায়মান

কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক

মুহাম্মদ পাবলিকেশন

সুলতান সুলায়মান

প্রথম প্রকাশ : একুশে বইমেলা ২০২০

প্রকাশনায়

মুহাম্মদ পাবলিকেশন

গিয়াস গার্ডেন বুক কমপ্লেক্স, দোকান নং # ১২২,
৩৭ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮ ০১৩১৫-০৩৬৪০৩, ০১৬২৩-৩৩ ৪৩ ৪২

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার পরিবেশক

মাকতাবাতুন নুর : ০১৮৫৭-১৮৯১৪৪
মাকতাবাতুল হিজায : ০১৯২৬-৫২০২৫৩
মাকতাবাতুল ইসলাম : ০১৯১২-৩৯৫৩৫১
সমকালীন প্রকাশন : ০১৬১৬-৬২৬ ৬৩৬

যাত্রাবাড়ি কিতাবমার্কেট পরিবেশক : মোল্লার বই.কম : ০১৮৩৩-২৫৩১১৭

অনলাইন পরিবেশক

❐ Well Reachbd.com, ❐ রকমারি ❐ ওয়াফি লাইফ, ❐ সিজদাহ.কম ❐ বই বাজার, ❐ শব্দালয়

বইমেলা পরিবেশক

মূল্য : BD ৳ ৩৪০, US $ 9, UK £ 5

SULTAN SULAIMAN

Writer : Kazi Abul Kalam Shiddique
Editor : Salman Mohammad

Published by
Muhammad Publication
Gias Garden Book Complex, Shop # 122
37 Northbrook Hall Road, Banglabazar, Dhaka-1100
+88 01315-036403, 01623-334342
https://www.facebook.com/muhammadpublicationBD/
muhammadpublicationBD@gmail.com
www.muhammadpublication.com

ISBN : 978-984-34-7344-8

স্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশ ইলেক্ট্রনিক বা প্রিন্ট মিডিয়ায় পুনঃপ্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। বইয়ের কোনো অংশের পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা বা ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং আইনত দণ্ডনীয়।

প্রকাশকের কথা

ইতিহাসের সাথে মানুষের সম্পর্ক নিবিড় এবং সহজাত। ইতিহাস শুনতে, বলতে এবং স্মৃতি তর্পণ করতে মানুষ আনন্দ পায়। ইতিহাস নিয়ে যারা ভাবেন, খোঁজখবর রাখেন, তাদের কাছে ইতিহাস-অন্বেষা একধরনের নেশা। ইতিহাসের প্রতি মানুষের রয়েছে প্রবল আগ্রহ। মানুষের শেখার ও জানার অন্যতম উৎস ইতিহাস। ইতিহাস থেকে মানুষ যেমন অতীতকে জানে, ঠিক একইভাবে ইতিহাসের শিক্ষা নিয়ে ভবিষ্যতে পথচলার দীক্ষা নেয়। শুধু রাজনৈতিক বা সামাজিক ইতিহাস নয়; পৃথিবীর ইতিহাস, সভ্যতা, সংস্কৃতি, বিশেষ ঘটনাসহ শিক্ষণীয় ইতিহাসে রয়েছে মানুষের আত্মার খোরাক। এ কারণে যুগে যুগে সত্যনিষ্ঠ ও শিক্ষণীয় ইতিহাস নিয়ে রচিত হয়েছে অসংখ্য বই-পুস্তক।

এরই ধারাবাহিকতায় অটোমান বা উসমানি সাম্রাজ্যের অন্যতম দিকপাল মহান সুলতান সুলায়মানকে নিয়েও রচিত হয়েছে বিভিন্ন ভাষায় অসংখ্য বই, টিভি সিরিয়ালসহ নানা কাহিনি। আরবের স্বাধীনতাকামী নেতা ওমর মুখতারকে নিয়ে যে সিনেমা তৈরি হয়েছে, তা স্বাধীনতাকামী যেকোনো মানুষকে আলোড়িত করে। তবে সিনেমা তৈরির সময় রচনাকারী, প্রযোজক, পরিচালক ভুলে যান না এর মধ্যে বিনোদন এবং কাহিনি

কাব্যের রসদ না দিলে দর্শক টানবে না। মেরাল ওকেয় রচিত সুলতান সুলেমান নির্মাণের সময় ইয়ামুর তাইলানরাও সেই বাস্তবতাটি ভুলে যাননি। বিনোদন উপস্থাপন করতে গিয়ে শাসক সুলতান সুলায়মানকে কিছুটা আড়ালে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। হেরেমের কূটকচাল, দাস-দাসীদের দৈনন্দিন জীবনাচার এবং সুলতানাদের স্নায়ুযুদ্ধ বিনোদন জোগান দেওয়ার স্বার্থ প্রাধান্য পেয়ে গেছে। হেরেমের ড্রেসকোড খোলামেলাভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। সিরিজজুড়ে অন্দরমহলের প্রাধান্যের কারণে একজন সুশাসক, তুখোড় কূটনীতিক ও বিচক্ষণ সুলতানের পরিচিতি শুধু তুলনামূলক কম গুরুত্বের সাথেই উপস্থাপিত হয়নি, বরং সঠিক ইতিহাস বিকৃতিও হয়েছে। সিরিজগুলো 'আকর্ষণীয়' ও আদিরসাত্মক করার জন্য যত গোঁজামিলই দেওয়া হোক, কোনো জননন্দিত সুশাসক রমণীকাতর কামিনীবল্লভ হন না। এ ব্যাপারে সুলতান সুলায়মানও ইতিহাসের কাছে অভিযুক্ত নন।

ইতিহাসের পাঠক এবং ইতিহাস-অনুপ্রাণিত দর্শক ভুলে যেতে পারেন না, বিনোদনের রসদ জননন্দিত কোনো শাসকের বৈশিষ্ট্য নয়। ইতিহাসের অংশও নয়। সুলতান সুলায়মানের ওপর নির্মিত আলোচিত-সমালোচিত সিরিজটি এ দেশের একটি বেসরকারি চ্যানেলে বেশ কিছু দিন প্রচারিত হয়েছে। এই প্রজন্মের কাছে ইতিহাসখ্যাত সুলতান সুলায়মান বা সুলেমান ও অটোমান সাম্রাজ্যের ইতিহাস আকর্ষণীয় কিছু নয়। তবে নির্মাণশৈলী ও বিনোদনের রসদ দিয়ে হেরেমের কাহিনিগুলো যেভাবে রগরগে করে উপস্থাপন করা হয়েছে তাতে এ যুগে 'দর্শকপ্রিয়তা' পাওয়ারই কথা। নতুন চ্যানেলটি সুলতান সুলেমান দেখিয়েই কিছু পরিচিতি পেয়েছে।

বাস্তবে ইতিহাসের সুলায়মান হেরেমের নায়ক নন, ইতিহাসের কালজয়ী এক মহানায়ক। সুলতান সুলায়মান অটোমান বা তুর্কি খলিফাদের মধ্যে সেই বিরল ব্যক্তিত্ব, যিনি একটানা ৪৬ বছর বীরত্বের সাথে (১৫২০-১৫৬৬) সাম্রাজ্য শাসন করেছেন। তিনি সময় মেপে পথ চলেননি, সময় যেন তাকে অনুসরণ করেছে। ইউরোপীয় ইতিহাসবেত্তারা তাকে 'গ্রেট' এবং 'ম্যাগনিফিসেন্ট' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা মিলিয়ে অটোমান সাম্রাজ্যের তখনকার বিস্তৃতি ছিল তিন মহাদেশের বিরাট অংশজুড়ে। তার তাকওয়া, আল্লাহভীতি, দানশীলতা আর নিষ্ঠার ফলে তিনি আজও স্মরণীয় হয়ে আছেন গোটা বিশ্বের মানবহৃদয়ে।

এ মহান সুলতানের জীবনাচার যেমন বিভিন্ন দেশে নানান ভাষায় উপস্থাপিত হয়েছে, ঠিক তেমনি এদেশের বাংলাভাষী ইতিহাসপ্রেমীদের কাছেও সঠিক ও সত্যনির্ভরভাবে উপস্থাপনের প্রয়োজন আমি বেশ আগেই

অনুভব করেছিলাম। প্রায় এক বছর পর্যন্ত কাজটির পক্রিয়া নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটির পাশাপাশি ইতিহাসের ব্যাপারে জ্ঞান রাখেন এমন অনেকের সাথেই পরামর্শ ও আলোচনা করেছি।

অবশেষে আল্লাহ তাআলা যোগ্য লোকের মাধ্যমেই কাজটি ইতিহাসপ্রেমীদের হাতে তুলে দেওয়ার তাওফিক দান করেছেন। আল্লাহ তাআলা *কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক* ভাইকে উত্তম বিনিময় দান করুন। তিনি কাজটি করে দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতার চাদরে ঢেকে নিয়েছেন। কাজটি চলমান অবস্থায় তিনি মোটরসাইকেল এক্সিডেন্টে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। এমন অবস্থায়ও তিনি এ কাজ সাধ্যমতো অব্যাহত রেখেছেন।

আমি একাধিকবার তার বাসায় গিয়ে দেখেছি, তিনি বইটি রচনার ক্ষেত্রে কী পরিমাণ শ্রম দিয়েছেন। বইটিকে তথ্য, তত্ত্ব ও সত্যনিষ্ঠ করতে তিনি কোনো কার্পণ্য করেননি। বইয়ের পাতায় পাতায় তিনি টেনে দিয়েছেন রেফারেন্স। বইটি রচনার জন্য তিনি আরবি, উরদু, বাংলার পাশাপাশি অসংখ্য ইংরেজি বই অধ্যয়ন করেছেন। তিনি অত্যন্ত গুরুত্ব ও যত্নের সঙ্গে কাজটি করেছেন। মুহাম্মদ পাবলিকেশন তার কাছে কৃতজ্ঞ। আল্লাহ তার নেকহায়াত ও ইমানি জীবন দান করুন।

বইটির পূর্ণ কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন লেখক, অনুবাদক ও বহুগ্রন্থ সম্পাদক প্রিয় *সালমান মোহাম্মদ* তিনি বইটির সম্পাদনা করেছেন। তার দক্ষ হাতের ছোঁয়ায় বইটি আরও মানসম্মত হয়েছে। আল্লাহ তাকেও উত্তম বিনিময় দান করুন। বানান পরিমার্জনে সহযোগিতা করেছেন, শ্রদ্ধেয় ভাবি উম্মু আলি মোহাম্মদ।

মুহাম্মদ পাবলিকেশন প্রতিনিয়তই চেষ্টা করে যাচ্ছে উম্মাহকে এমন পথে হাঁটাতে, যে পথে মিলবে শান্তি। যে পথে রয়েছে সত্যিকারের সফলতা। মহান প্রভুর প্রেমে সিক্ত যে পথের প্রতিটি বালুকণা। *সুলতান সুলায়মান : সুলতান দ্য ম্যাগনিফিসেন্ট* তারই একটি অংশ...

প্রিয় পাঠক, একটি বই প্রকাশের ক্ষেত্রে লেখক, অনুবাদক, সম্পাদকের পাশাপাশি একজন প্রকাশকের ঘামঝরা পরিশ্রমও কম নয়। সে হিসেবে আমরা কখনই চেষ্টায় ত্রুটি করি না; একটি সুন্দর ও বিশুদ্ধ বই পাঠককে উপহার দিতে। তারপরও আমাদের সীমাবদ্ধতা ও অক্ষমতার কারণে ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। এগুলো ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এবং সংশোধনের মনোভাব নিয়ে অবহিত করবেন বলে আশা রাখি।

বইটির যা কিছু ভালো, সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে; আর যা ভুল ও অসুন্দর তা আমাদের সীমাবদ্ধতা ও অক্ষমতার কারণে। আল্লাহ তাআলা বইটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে জাজায়ে খায়ের দান করুন। আমিন।

—মুহাম্মদ আবদুল্লাহ খান

৩০/১২/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ

লেখকের কথা

ফর্সা। গাঢ় বাদামি চোখ। ভ্রু জোড়া লাগানো। খাড়া সরু নাক। লম্বা পুরুষ্ট গোঁফ। সুসজ্জিত দাড়ি। দীর্ঘদেহী এবং সুদর্শন। কণ্ঠস্বর স্পষ্ট ভরাট। আত্মবিশ্বাসী, বীর, দৃঢ়চেতা এবং সর্বোপরি মহান ক্ষমতাধর একজন মানুষ। নাম তার সুলতান সুলায়মান। কে ছিলেন তিনি? এককথায় বলা যায়—তিনি সময় মেপে পথ চলেননি, সময় যেন তাকে অনুসরণ করেছে। তবে দুঃখজনক কথা হচ্ছে, ইউরোপীয় ইতিহাসবেত্তারা তাকে 'গ্রেট' এবং 'ম্যাগনিফিসেন্ট' হিসেবে আখ্যায়িত করলেও বেশির ভাগ ইংরেজ লেখককে হিংসাবশত তার বানোয়াট ত্রুটি অনুসন্ধানে ব্যস্ত দেখা গেছে। বাংলাভাষী পাঠকদের দুর্ভাগ্য, তাকে নিয়ে হাতেগোনা যে কয়টি বই লেখা হয়েছে, তার অধিকাংশই ইউরোপীয় লেখা থেকে অনূদিত। ফলে বাংলা ভাষায় মহান সুলতান সুলায়মানকে যথাযথভাবে উপস্থাপন করা যায়নি। মূলত এমন শূণ্যতা থেকে এই বইটির জন্ম।

বইটিকে আমরা ১২টি অধ্যায়ে সাজিয়েছি। প্রতিটি অধ্যায়ের অধীনে শিরোনাম ও উপশিরোনামযোগে বিন্যাস করা হয়েছে সুলতানের কালপঞ্জি ও ঘটনামালা। বংশ ও পরিবারের পরিচয় দিয়ে শুরু হওয়া আলোচনা শেষ হয়েছে অন্তিম শয্যার মাধ্যমে। এর মাঝে সুলায়মানের খিলাফতের মসনদে

আরোহণ, তার বিশেষ গুণাবলি, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা ও অবকাঠামো, সংস্কারধর্মী কর্মকাণ্ড, বিদ্রোহ দমন ও চুক্তি সম্পাদন, তার নেতৃত্বে পরিচালিত সামরিক অভিযান, তার কমান্ডারবৃন্দ এবং কমান্ডারদের পরিচালিত সামরিক অভিযান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে। শেষ দিকে উঠে এসেছে সুলতান সুলায়মানের দাম্পত্যজীবন এবং সন্তান-সন্ততিদের সংক্ষিপ্ত জীবনী।

বইটি পাঠে আমরা সবিস্তারে জানতে পারব, চেঙ্গিস খানের এই বংশধর তোপকাপি প্রাসাদের মাদরাসায় সাত বছর বয়স থেকেই শুরু করেন শিক্ষাজীবন। বিজ্ঞান, ইতিহাস, সাহিত্য থেকে শুরু করে তার জ্ঞানের পরিধি থেকে বাদ যায়নি সামরিকবিদ্যা পর্যন্ত। নেতৃত্বের যোগ্যতা, সততা, বুদ্ধি ও প্রতিভার গুণে অল্প বয়সেই তিনি গর্ভনর নিযুক্ত হন।

১৫২০ সালে ২৫ বছর বয়সে সকলের ইচ্ছায় তিনি উসমানি সাম্রাজ্যের খলিফা বা সুলতান মনোনীত হন। তাঁর নামের প্রস্তাবে সাধারণ জনগণ, অমাত্য পাশাদের দিক থেকে বেশি সাড়া পাওয়া যায়। দ্বিমত করার কোনো লোক সে-সময় খুঁজে পাওয়া যায়নি। ক্ষমতায় আসার পরপরই তিনি সংকল্প করেন খিলাফতরাষ্ট্রকে আরও শক্তিশালী হিসেবে গড়ে তোলার। উসমানীয়দের পুরাতন নীতিমালা নতুন করে তৈরি করেন তিনি। সে জন্যে তাঁকে বলা হয় 'আল-কানুনি' বা নিয়ম প্রবর্তনকারী। তাঁর সততা ও যোগ্যতার কথা দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে মুহূর্তেই। সারাদেশ আনন্দে ভরপুর হয়ে ওঠে। ইসলামকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিতে এবং পৃথিবী থেকে জুলুম-অত্যাচার দূর করতে তিনি সারাটা জীবন জিহাদের ময়দানে কাটিয়েছেন।

তাঁর শাসনামলে সামরিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তির ব্যাপক প্রসার ঘটে। বাস্তবে ইতিহাসের সুলায়মান হেরেমের নায়ক নন; ইতিহাসের কালজয়ী এক মহানায়ক। তিনি উসমানি খলিফাদের মধ্যে সেই বিরল ব্যক্তিত্ব, যিনি একটানা ৪৬ বছর (১৫২০-১৫৬৬) ইসলামের ভিত্তিতে বিশাল খিলাফত রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন। এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা মিলিয়ে উসমানি খিলাফতের তখনকার বিস্তৃতি ছিল তিন মহাদেশের বিরাট অংশজুড়ে। তার এই জিহাদ, রাজ্য বিস্তৃতি ও শাসনামলের নানা বিস্ময়কর দিক উঠে এসেছে আলোচ্য গ্রন্থে।

মুহাম্মদ পাবলিকেশন দেশের সৃজনশীল ও মননশীল প্রকাশনা জগতে ইতিমধ্যে বেশ সুনামের সাথে আপন কৃতিত্ব ধরে রাখতে সামর্থ্য

হয়েছে—এটা আমাদের জন্য অত্যন্ত আশার কথা। ইতিপূর্বে আমার দুটি বই এই প্রকাশনী থেকে অনূদিত হয়েছে।

প্রকাশক *মুহাম্মদ আবদুল্লাহ খান*-এর প্রতিই রইল শুভকামনা। আল্লাহ মুহাম্মদ পাবলিকেশনকে কবুল করুন।

বইটি রচনার ক্ষেত্রে আরবি, উরদু, ইংরেজি ও বাংলাসহ শতাধিক বই ও ইন্টারনেট সাইটের সহযোগিতা নেওয়া হয়েছে।

বইটি সম্পাদনা করেছেন প্রিয় সালমান মোহাম্মদ। তাকে আর নতুন করে পরিচয় করিয়ে দিতে চাই না। কারণ, ইতিমধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত তার সম্পাদিত বইগুলো পাঠকহৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছে। তিনি শুধুই একজন দক্ষ সম্পাদকই নন; বরং একজন ভালো মানের লেখক ও অনুবাদকও। আল্লাহ তাআলা তাকে উত্তম বিনিময় দান করুন। প্রুফ সমন্বয়ে সহযোগিতা করেছেন দ্বীনি বোন উম্মু আলি মোহাম্মদ।

প্রিয় পাঠকগণ বিবেচনা করবেন, তথ্যগত ও বর্ণনাগত ভুল থাকলে জানিয়ে বাধিত করবেন। ওয়ামা তাওফিকি ইল্লা বিল্লাহ।

—কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক

১৪ নভেম্বর ২০১৯ খ্রি.

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় ২১
ব্যক্তি, বংশ ও পরিবার **২১**
১. বংশ ২১
২. পদবী ২২
৩. পূর্বপুরুষ ২২
ক. খিলাফত, ইমারত ও সালতানাত ২২
খ. উসমানি খিলাফতের বৈশিষ্ট্য ২৪
গ. উসমানি খিলাফতের গোড়ার কথা ২৫
ঘ. একনজরে সুলতান সুলায়মানের পূর্বপুরুষগণ ২৬
ঙ. সুলতান সুলায়মানের পিতা-মাতা ২৯
৪. নামকরণ ৩১
৫. প্রাথমিক জীবন ৩৩
ক. পড়াশোনা ৩৩
খ. গভর্নর ৩৫

দ্বিতীয় অধ্যায় ৩৭
খিলাফতের মসনদে **৩৭**
১. সুলতান সালিমের শেষ দিনগুলো ৩৭
২. পিতার মৃত্যু সংবাদে ৪২
৩. রাজধানীতের সুলতান সুলায়মান ৪৫
৪. নতুন সফর নতুন প্রতিজ্ঞা ৪৬

তৃতীয় অধ্যায় ৪৮
সুলতান সুলায়মানের বিশেষ গুণাবলি ৪৮
১. অবয়ব ৪৯
২. মহানুভবতা ৫০
৩. ধর্মানুরাগ ৫১
৪. ন্যায়নিষ্ঠা ৫২
৫. প্রভাব-প্রতিপত্তি ৫৭
৬. দয়া ও নম্রতা ৬১
৭. কৃতজ্ঞতাবোধ ৬২
৮. শিক্ষানুরাগ ৬২
৯. সময়ানুবর্তিতা ৬৩
১০. রাজ্যজয়ের মূলমন্ত্র ৬৫

চতুর্থ অধ্যায় ৬৭
রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা ও অবকাঠামো ৬৭
১. প্রাসাদ ব্যবস্থাপনা ৬৭
ক. তোপকাপি প্রাসাদ ৬৯
খ. উজিরে আজম ৭১
গ. শায়খুল ইসলাম ৭৪
ঘ. উজির ও সচিব ৭৬
২. প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা ৭৭
৩. সামরিক ব্যবস্থাপনা ৭৯
ক. জানেসারি কারা? ৭৯
খ. জানেসারিদের নিয়ে বানোয়াটি ইতিহাস ৮০
গ. জানেসারি নামকরণ ৮২
ঘ. সুলতান সুলায়মানের আমলে জানেসারি ৮৪
৪. নাগরিক স্তরবিন্যাস ৮৬

পঞ্চম অধ্যায় ৮৮
সংস্কারধর্মী কর্মকাণ্ড ৮৮
১. প্রশাসনিক সংস্কার ৮৮
২. উজিরে আজম নিয়োগ ৮৯
৩. অমুসলিমদের প্রতি উদারতা ৯১
৪. উল্লেখযোগ্য অধিকৃত রাজ্য ৯২

৫. শিক্ষা সংস্কার ৯৩
ক. শিক্ষাস্তর ৯৪
খ. সুলতান সুলায়মানের রাজত্বে ৫০টি উল্লেখযোগ্য মাদরাসা .. ৯৫
গ. সমসাময়িক বিশিষ্ট উলামায়ে কেরাম ৯৬
৬. ভাষা ও সাহিত্য ১০০
৭. সাংস্কৃতিক ও শিল্পকলায় অগ্রগতি ১০২
৮. সুলতান সুলায়মানের নির্মিত গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহ ১০৭
ক. সুলায়মানিয়া মসজিদ ১০৮
খ. প্রথম সালিম মসজিদ ১০৯
গ. শাহজাদা মসজিদ ১০৯
ঘ. সুলায়মানিয়া কমপ্লেক্স ১১০
ঙ. রুস্তম পাশা মসজিদ ১১০
অন্যান্য উল্লেখযোগ্য মসজিদ ১১০
চ. হরবাতি বাবা অনাথশালা ১১২
ছ. সুলায়মানিয়া অনাথশালা ১১২
জ. ব্রিজ ১১৩
ঝ. ব্রিজ অফ ক্রিভা ১১৩
ঞ. স্টারি মোস্ট ব্রিজ ১১৩
ট. মুসাফিরখানা ও রেস্তোঁরা (লঙ্গরখানা) ১১৩

ষষ্ঠ অধ্যায় ১১৭
বিদ্রোহ দমন ও চুক্তি সম্পাদন ১১৭
১. জানেসারি বিদ্রোহ ১১৭
২. জানবারদি আলগাজালির বিদ্রোহ ১১৮
৩. আহমাদ পাশার বিদ্রোহ ১১৯
৪. ইয়োভগাটে শিয়া যুন্নুনের বিদ্রোহ ১২০
৫. উসমানির ফরাসি সম্প্রীতির নীতি ১২০

সপ্তম অধ্যায় ১২৪
সুলতান সুলায়মানের নেতৃত্বে পরিচালিত সামরিক অভিযান ১২৪
১. বেলগ্রেড বিজয় ১২৮
২. রোডস দ্বীপ বিজয় ১৩০
৩. মোহাকচের মহাবিজয় ১৩৯
৪. ভিয়েনা যুদ্ধ ১৪৪

৫. কুশিগ দুর্গ অবরোধ ১৪৭
৬. হাঙ্গেরির রাজধানী বুদা অবরোধ ১৪৯
৭. হাঙ্গেরির জিগেতভার বিজয় ১৫১
৮. পারস্য অভিযান ১৫৫
ক. ছাফাবি কারা? ১৫৭
খ. ছাফাবিদের বিরুদ্ধে সুলতান সুলায়মানের অভিযান ১৫৮

অষ্টম অধ্যায় ১৬৩
সুলতান সুলায়মানের কমান্ডারবৃন্দ ১৬৩
১. খায়রুদ্দিন বারবারোসা ১৬৩
ক. সুলতান সুলায়মান সকাশে খায়রুদ্দিন ১৬৮
খ. নৌবাহিনীর প্রধান নিয়োগ ১৭০
গ. খায়রুদ্দিন বারবারোসার পতাকা ১৭১
ঘ. অবসর জীবন ও মৃত্যু ১৭২
২. এডমিরাল পিরি রইস ১৭২
ক. প্রথমিক জীবন ১৭২
খ. এডমিরাল পদে পিরি রইস ১৭৩
গ. বিশ্বের মানচিত্র অঙ্কন ১৭৩
ঘ. কিতাব ই বাহরিয়া, দি বুক অব নেভিগেশন ১৭৪
ঙ. মৃত্যুদণ্ড ১৭৫
৩. মুজাহিদ হাসান আগা আত-তুসি ১৭৬
৪. নেভাল কমান্ডার তুরগুত রইস ১৭৬
ক. প্রাথমিক জীবন ১৭৭
খ. উসমানি নৌবহরের কমান্ডার ১৭৭
গ. আলজিয়ার্সের বেলারবে ১৭৯
ঘ. ত্রিপোলি দখল ১৭৯
ঙ. ভূমধ্যসাগরে ১৮০
চ. ত্রিপোলির পাশা ১৮০
ছ. তুরগুত রইসের মৃত্যু ১৮১
৫. এডমিরাল সালেহ রইস ১৮২
ক. অভিযানসমূহ ১৮২
খ. সুলতান সুলায়মানের ফরমান ১৮৩
গ. সালেহ রইসের নীতিমালা ১৮৪
ঘ. আন্দালুস পুনরুদ্ধারে যৌথ পরিকল্পনায় তার ভূমিকা ১৮৬

ঙ. সালেহ রইসের ইন্তেকাল ১৮৬
৬. এডমিরাল সৈয়দ আলী রইস ১৮৭
ক. পটভূমি ১৮৮
খ. উসমানি নৌবাহিনীতে প্রাথমিক জীবন..... ১৮৮
গ. ভারত মহাসাগরে উসমানি নৌবহরের কমান্ডার ১৮৯
ঘ. ভারত মহাসাগরে তাইফুন ১৯১
ঙ. গুজরাটে অবস্থান..... ১৯২
চ. স্থলপথে উসমানি সাম্রাজ্যে যাত্রা..... ১৯৪
ছ. কন্সটান্টিনোপলে প্রত্যাবর্তন ১৯৫

নবম অধ্যায় ১৯৬
সুলতান সুলায়মানের কমান্ডারদের পরিচালিত সামরিক অভিযান ১৯৬
১. ভারতে নৌ অভিযান..... ১৯৭
২. তিউনিসিয়ায় অভিযান ২০২
৩. মাল্টা অবরোধ..... ২০৭
৪. ইয়ামান অভিযান ২০৯
৫. প্রিভেজা যুদ্ধ..... ২১০
৬. আলজিয়ার্সে ব্যর্থ ক্রুসেড ২১৪
৭. পর্তুগিজদের বিরুদ্ধে অভিযান..... ২২০

দশম অধ্যায় ২২৫
দাম্পত্য জীবন..... ২২৫
১. মাহিদেভান গুলবাহার..... ২২৫
২. গুলফাম হাতুন..... ২২৬
৩. হুররম সুলতানা..... ২২৭
ক. প্রাথমিক জীবন..... ২২৭
খ. সুলতানের সাথে ২২৮
গ. রাষ্ট্র পরিচালনায় ভূমিকা..... ২২৯
ঘ. ভালোবাসার টান..... ২২৯
ঙ. সমাজসেবামূলক ও ধর্মীয় কর্মকাণ্ড ২৩০
চ. সত্য-মিথ্যার দোলাচলে..... ২৩০
ছ. মৃত্যু..... ২৩১

একাদশ অধ্যায় ২৩২
সন্তান-সন্ততি **২৩২**
১. শাহজাদা মুস্তাফা ২৩২
২. শাহজাদা মুহাম্মাদ ২৩৫
৩. শাহজাদি মিহরিমাহ ২৩৫
৪. শাহজাদা সালিম ২৩৭
৫. শাহজাদা বায়েজিদ ২৩৮
৬. শাহজাদা জাহাঙ্গির ২৩৮
৭. শাহজাদা আবদুল্লাহ ২৩৯

দ্বাদশ অধ্যায় ২৪১
অন্তিম শয্যায় **২৪১**
অন্যদের দৃষ্টিতে ২৪৩
লেখক পরিচিতি ২৪৫
গ্রন্থপঞ্জি ২৪৭
আমার ভাবনা ২৫১

সুলতান সুলায়মান

প্রথম অধ্যায়

ব্যক্তি, বংশ ও পরিবার

১. বংশ

দোলনা থেকে কবর অবধি একটি পবিত্র সফর। সাধনা, জিহাদ ও আত্মত্যাগের পথ বেয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসা কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব এবং বর্ণিল বার্ধক্য। ইলম, আমল, ইখলাস, খিলাফাহ, ইসলাহ ও দাওয়াহ পুণ্যময় আলোয় উদ্ভাসিত কর্মগাথা, মহিমান্বিত জীবন, সৌন্দর্যমণ্ডিত এ অমর কাহিনি যার; সেই সুলতান সুলায়মান তুরস্কের ট্রাবজোন[১] শহরে ১৪৯৪ সালের ৬ নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন।[২]

বংশতালিকা : সুলায়মান আউয়াল বিন সালিম আউয়াল বিন বায়েজিদ সানি বিন মুহাম্মদ আল-ফাতিহ বিন মুরাদ সানি বিন মুহাম্মদ আউয়াল বিন বায়েজিদ আউয়াল বিন মুরাদ আউয়াল বিন উরখান গাজি বিন উসমান বিন আরতুগ্রুল।[৩]

---

[১] উত্তর-পূর্ব তুরস্কের কৃষ্ণসাগর উপকূলে অবস্থিত ট্রাবজোন প্রদেশের কেন্দ্রস্থল। ঐতিহাসিক সিল্ক রোডে অবস্থিত ট্রাবজোন বহু শতাব্দী ধরে ধর্ম, ভাষা এবং সংস্কৃতির অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। দক্ষিণ-পূর্বের পারস্য এবং উত্তর-পূর্বে ককেশাসের একটি বাণিজ্য প্রবেশদ্বার হিসেবেও এটি সমধিক খ্যাত।

[২] *আস-সালাতিনুল উসমানিয়্যানা, আল-কিতাবুল মুসাওয়ার* : ৫১।

[৩] সালাহ আবু দাইয়াহ, *আসসুলতান সুলায়মান আল-কানুনি : মিরাসাতুল ওয়াকি' ওয়া দারামা কাজিবাহ* : ৭৮।

২. পদবি

- মহৎ সুলায়মান (محتشم سليمان *মুহতাশিম সুলায়মান*) নামে তিনি পশ্চিমা বিশ্বে পরিচিত।
- প্রথম সুলায়মান (سلطان سليمان أول *সুলতান সুলায়মান-ই আওয়াল*)
- তিনি পুনরায় উসমানীয় সাম্রাজ্যের বিভিন্ন নীতিমালা সংস্কার করেছিলেন বলে প্রাচ্যে তাকে বলা হয় নীতিমালা তৈরিকারী সুলায়মান (আরবি: سليمان القانوني)।
- পাশ্চাত্যে মহান সুলায়মান (سليمان العظيم The Great Suleiman বা Suleiman the Magnificent) নামেও খ্যাত ছিলেন।[৪]

৩. পূর্বপুরুষ

ক. খিলাফত, ইমারত ও সালতানাত

সৃষ্টির মধ্য দিয়ে আল্লাহ তার প্রভুত্বের বহিঃপ্রকাশ করেন। কুল-কায়েনাতের (সর্বসৃষ্টি) সকলে তার স্তবস্তুতি, গুণানুবাদ ও বন্দনায় স্বনিষ্ঠ নিয়োজিত থাকলেও আল্লাহ তার ইবাদত-বন্দেগি এবং তাকে প্রভু হিসেবে স্বীকারের উদ্দেশ্যবশত জিন-মনুষ্যকে সৃষ্টি করেছেন। আবার এ দু'জাতির মধ্যে মানুষেরই একমাত্র সর্বশ্রেষ্ঠত্ব। কারণ মানুষকেই আল্লাহ তার ইবাদতের পাশাপাশি পৃথিবীর প্রশাসন পরিচালনার জন্য মনোনীত করেছেন।

এখানে সৃষ্টিসকল বাধ্যগত আল্লাহর বন্দনায় নিয়োজিত। জিনজাতি শুধু স্রষ্টার ইবাদতের জন্যে সৃষ্ট হয়েছে। পক্ষান্তরে একমাত্র মনুষ্যজাতি আল্লাহর ইবাদতের পাশাপাশি পুরো পৃথিবীতে শাসন-উন্নয়ন ও পরিচলনার জন্যে আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত হয়েছে। মৌলিকভাবে আল্লাহর ইবাদত ও তার প্রতিনিধিত্ব করার জন্যে পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছে মানুষ। সেটা মানুষ কীভাবে করবে তাও আল্লাহ তার প্রেরিত পুরুষ ও বার্তাবাহী মহামানবগণের মাধ্যমে মানবজাতিকে যুগে যুগে অবহিত করেছেন। হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন সেই ধারার সর্বশেষ মহামানব।

মহানবি হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ। তিনি সর্বশেষ নবি, তার আগমনের মধ্য দিয়ে নবুওয়াতের ধারাবাহিকতার পরিসমাপ্তি ঘটে। তার নবুওয়াত ছিল পূর্ণাঙ্গ, এটিই মূলত তার বৈশিষ্ট্য। আল্লাহর

[৪] ড. ফারিদুন আমজান, *সুলায়মান আল-কানুনি : সুলতানুল বারবাইন ওয়াল বাহরাইন*: ৪৭১।

ইবাদত-বন্দেগি, তার ওহি (প্রত্যাদেশ)-এর প্রচার, পাশাপাশি পৃথিবীতে নেতৃত্বদানও তার নবুওয়াতে শামিল ছিল। স্রষ্টার ইবাদত, সেই সাথে ব্যক্তি-পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র—এককথায় সবকিছুর সমষ্টি ছিল তার নবুওয়াতি আদর্শে। এদিক থেকেই তার নবুওয়াতি আদর্শকে পূর্ণাঙ্গ বলা হয়। ধর্ম ও রাষ্ট্র একসঙ্গে একটি ন্যায়সংগত কাঠামোর ভিত্তিতে পরিচালনার কারণে তার এই বৈশিষ্ট্য।

'খিলাফত' শব্দটির আভিধানিক অর্থ প্রতিনিধিত্ব। পারিভাষিক অর্থে মহানবি হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবর্তমানে নবুওয়াতি ধারাবাহিকতায় তার প্রতিনিধিত্ব করা। ঠিক নবুওয়াতের যাবতীয় কর্মকাণ্ড—সবগুলো যথাযথভাবে আনজাম দেওয়াই খিলাফত। যেমন : কুরআন-সুন্নাহ সমুন্নত রাখা, মুসলিম উম্মাহর ঐক্য-সংহতি সংরক্ষণ, ইসলামি তাহজিব-তামাদ্দুন, স্থাপত্য ও তীর্থস্থানসমূহের হেফাজত এবং ধর্মীয়-সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে মুসলিম উম্মাহর নেতৃত্বদান ইত্যাদি।

চরিত্রগতভাবে খিলাফত আবার তিন ধরনের হয়ে থাকে। খিলাফতের মানহাজ বা আদর্শের বিভিন্নতা বা চারিত্রিক পার্থক্যের কারণে ধরন তিনটার সৃষ্টি হয়েছে। যথা :

- **খিলাফতে রাশিদা** : এ ধরনের খিলাফত নবুওয়াতের ধারাবাহিকতায় প্রতিষ্ঠিত হবে। সেই সঙ্গে এর আদর্শও হবে নবুওয়াত। নবুওয়াতি কর্মপরিচালনাই এ ধরনের খিলাফতের প্রধান ব্রত হয়ে থাকে।

- **মুলুকিয়াত ও ইমারত** : এটা নবুওয়াতের ধারাবাহিকতায় তো বটে, কিন্তু অনেক সময় এর নীতি-আদর্শ নবুওয়াতের মানহাজ থেকে বিচ্যুত হয়ে থাকে। এ ধরনের খিলাফতের নেতৃত্ব যদি কোনো ব্যক্তি-পরিবার কিংবা গোষ্ঠী-গোত্রের লোকজনের জন্য উত্তরাধিকার সম্পত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়, তবে সেটা মুলুকিয়াত, নতুবা সেটার নাম ইমারত।

- **সালতানাত** : এটিও নবুওয়াতের ধারাবাহিকতায় প্রতিষ্ঠিত হবে। সেই সঙ্গে নবুওয়াতের নীতি-আদর্শের সাথেও এর বিশেষ সম্পর্ক থাকবে, কিন্তু নেতৃত্বের পালাবদল হয় অনেকটা রাজতান্ত্রিক নিয়মে। এ ধরনের খিলাফতকে সালতানাত বলা হয়ে থাকে।

মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের পর পালাবদলের ধারাবাহিক-সূত্রে উপর্যুক্ত সবগুলোই সাধারণভাবে খিলাফত। খিলাফতের ওই শ্রেণিবিভাগ মূলত নবুওয়াতের মানহাজ বা আদর্শ থেকে বিচ্যুতি কিংবা তার প্রতি অনুরাগের ভিত্তিতে। সত্যিকার সঠিক ও নবুওয়াতি আলোকদীপ্ত খিলাফত বা খিলাফতে রাশিদা যা মিনহাজুন নবুওয়াহর ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল; মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের মাত্র ৩০ বছর পর তার পরিসমাপ্তি ঘটেছে। মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের

ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এর পরবর্তীকালে তা খিলাফতে রাশিদার পরিবর্তে বংশীয় খিলাফত ও সালতানাতে রূপান্তরিত হয়।

হ্যাঁ, এ কথাও সঠিক যে, খলিফার পালাবদলের হিসেব অনুসারে সালতানাতও মুলুকিয়াতেরই সমার্থক; তা সত্ত্বেও মুসলিম উম্মাহর কাছে সুলতানদের আলাদা একটা গুরুত্ব, মর্যাদা ও সম্মান রয়েছে। ন্যায়পরায়ণ শাসক, দ্বীনদার-ধর্মপ্রাণ বাদশাহ এবং নবুওয়াতি আদর্শের প্রতি সশ্রদ্ধ বিশ্বাস ও ভক্তিসহকারে সাম্রাজ্য পরিচালনাকারীর ক্ষেত্রে মুসলিম উম্মাহ সমাদরে সুলতান শব্দ ব্যবহার করে থাকে।

অবশ্য খিলাফতের এ ব্যাখ্যার সাথে কারও কারও দ্বিমতও থাকতে পারে। এখানে সালতানাত আদর্শিকভাবে প্রকৃত খিলাফতের সাথে অনেক বেশি কাছাকাছি বা সমার্থক হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

খ. উসমানি খিলাফতের বৈশিষ্ট্য

খিলাফতে উসমানিয়া নবুওয়াতের ধারাবাহিকতা পরিসমাপ্তির পর খিলাফতে রাশিদার সূত্রধরে চলে আসা খিলাফতের উত্তরসূরি এক গৌরবোজ্জ্বল ইসলামি সালতানাতের নাম। ধারাবাহিকসূত্রে খিলাফত, আদর্শিক বা চারিত্রিকভাবে এটি একটি সালতানাত। এর প্রতিষ্ঠাতা গাজি উসমান ইবনে আরতুগ্রুল বেগের নামানুসারে এটি সালতানাতে উসমানিয়া নামে প্রসিদ্ধ। আধুনিক ইতিহাসে এটি পরিচিত উসমানি সাম্রাজ্য হিসেবে।[৫]

মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের পর নবুওয়াতের ধারাবাহিকতায় খিলাফতে রাশিদা, খিলাফতে উমাইয়া, খিলাফতে আব্বাসিয়ার পর চতুর্থ খিলাফত হচ্ছে খিলাফতে উসমানিয়া। এটি ধর্মীয়-সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে মুসলিম উম্মাহর নেতৃত্বদানকারী সর্বশেষ প্রতিষ্ঠান; যার সময়কাল ছিল দীর্ঘ মেয়াদি। ১২৯৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সুদীর্ঘ ৬২৫ বছর এ খিলাফত স্থায়ী ছিল। পক্ষান্তরে খিলাফতে রাশিদা (৬৩২-৬৬১ খ্রি.) ৩০ বছর, খিলাফতে উমাইয়া (৬৬১-৭৫০ খ্রি.) ৮৯ বছর ও খিলাফতে আব্বাসিয়া (৭৫০-১২৫৮ খ্রি.) ৫০৮ বছর স্থায়ী হয়েছিল।[৬]

---

[৫] অনেকেরই হয়তো জানা নেই, 'অটোমান' হচ্ছে ইউরোপীয়দের মুখে 'উসমানি'-এর বিকৃত রূপ। কেমন লাগবে ওদের, যদি বলি রানি ব্যাকতেরিয়া, কিংবা টনি ব্লেয়ারকে যদি বলি তোনি বেড়াল! [সূত্র : আবু তাহের মিসবাহ, *তুরস্কে তুর্কিস্তানের সন্ধানে*: পৃ. ৭৭]।

[৬] বিস্তারিত দেখুন : ড. মুহাম্মদ ফরিদ বেগ আল-মাহামি, *তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়া আল-উসমানিয়া, দারুন নাফায়িস*, বয়রুত, লেবনান (প্রথম প্রকাশ: ১৪০১ হি. = ১৯৮১ খ্রি.); ইয়াহেতলু ইউসুফ বেগ আসাফ, *তারিখুদ সালাতিনে বনি উসমান: মিন আওয়ালি নশ'আতিহিম হাত্তাল আন*, মাকতাবাতু মাদবুলি, কায়রো, মিসর (প্রথম প্রকাশ: ১৪১৫ হি. = ১৯৯৫ খ্রি.); ড. আবদুল হাদি মুহাম্মদ, ড. ওয়াফা মুহাম্মদ রাফআত ও আই আলি আহমদ লাবান, *সাফহাতুম মিন তারিখিদ দাওলাতিল উসমানিয়া*, দারুল ওয়াফা, বয়রুত, লেবনান (প্রথম প্রকাশ:

এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা তিনটি মহাদেশের সুবিশাল অঞ্চলজুড়ে সুবিস্তৃত ছিল খিলাফতে উসমানিয়ার সীমানা। পূর্ব ইউরোপের দানিউব নদী থেকে শুরু করে ইজিয়ান সাগর—পর্যন্ত গ্রিক, সার্ব, বুলগার, আলবেনিয়ান প্রভৃতি জাতির বসতিস্থল বলকান অঞ্চলও ছিল খিলাফতে উসমানিয়ার অন্তর্ভুক্ত। পুরো মধ্যপ্রাচ্য এবং উত্তর আফ্রিকার বেশির ভাগ অংশও ছিল এর আওতাভুক্ত। এই খিলাফতের সুবিশাল সীমানায় পশ্চিমে জিব্রাল্টার প্রণালি, পূর্বে কাস্পিয়ান হ্রদ ও পারস্য উপসাগর, দক্ষিণে অস্ট্রিয়ার সীমান্ত, স্লোভাকিয়া, ক্রিমিয়া (বর্তমানে ইউক্রেন) এবং উত্তরে সুদান, সোমালিয়া, ইয়ামেন পর্যন্ত সীমান্ত বিস্তৃত ছিল। খিলাফতে উসমানিয়ার আয়তন ছিল ৫ কোটি ২ লক্ষ বর্গকিলোমিটার (২ কোটি ৭ হাজার ৭ শত ৩১ বর্গমাইল)।

বাংলাদেশের মুসলমান—এমনকি খিলাফত প্রতিষ্ঠায় আন্দোলনরত বিভিন্ন সংগঠনের একনিষ্ঠ নেতা-কর্মীরা খিলাফতে রাশিদা, খিলাফতে উমাইয়া ও খিলাফতে আব্বাসিয়া সম্পর্কে যতটুকু অবহিত, খিলাফতে উসমানিয়া সম্পর্কে ততটুকু অবহিত নন। অথচ মুসলিম উম্মাহর গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের বিরাট অংশজুড়ে রয়েছে খিলাফতে উসমানিয়া। উসমানি খলিফাগণ কুরআন-সুন্নাহ এবং ইসলামি নীতি-আদর্শের আলোকে রাষ্ট্র পরিচালনায় সচেষ্ট ছিলেন।

গ. উসমানি খিলাফতের গোড়ার কথা

খিলাফতে উসমানিয়া মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দে তাতার সমরনায়ক হালাকু খান ইবনে তুলি খান ইবনে চেঙ্গিস খান (১২১৭-১২৬৫ খ্রি.) কর্তৃক খিলাফতে আব্বাসিয়ার রাজধানী বাগদাদ নগরী ধ্বংসের পর খিলাফতে আব্বাসিয়া দুর্বল হয়ে পড়ে। খিলাফতের বিশাল অঞ্চলে বিভিন্ন স্বাধীন সালতানাত বিচ্ছিন্নভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, যা ইতিপূর্বে খিলাফতের অধীনে স্থানীয়ভাবে শাসিত হতো। এর মধ্যে সালতানাতে সেলজুকিয়া (১০৩৭-১১৯৪ খ্রি.) অন্যতম। সালতানাতে সেলজুকিয়া পূর্বে সালতানাতে গজনবিয়া (৯৬৩-১১৮৭ খ্রি.)-এর অংশ ছিল। তুগরুল বেগ ইবনে মিকায়িল ইবনে সেলজুক (৯৫৫-১০৬৩ খ্রি.)-এর নেতৃত্বে সেলজুকিরা প্রথম সালতানাতে গজনবিয়া থেকে স্বাধীনতার চেষ্টা করে, পরে ১০৩৭ খ্রিষ্টাব্দে গজনবি দখলের মধ্যে দিয়ে স্বাধীন সেলজুকিয়া সালতানাত প্রতিষ্ঠিত হয়।

১১৯২ খ্রিষ্টাব্দে সালতানাতে সেলজুকিয়ার তৃতীয় গদ্দিনশিন প্রথম মালিক শাহ ইবনে আলপ আরসালান মুহাম্মদ ইবনে চাগরাই বেগ দাউদ ইবনে মিকায়িল ইবনে সেলজুক (১০১৯-১০৭১ খ্রি.)-এর ইনতেকালের পর তার ভাই ও চার শাহজাদার মধ্যে

১৪১৫ হি. = ১৯৯৫ খ্রি.) অবলম্বনে আবুল আমিয মুজাহিদ সগির আহমদ চৌধুরী, *খিলাফতে উসমানিয়া: ইতিকথার কয়েকটি ছেঁড়া পাতা* প্রবন্ধ।

উত্তরাধিকার নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সৃষ্টি হয় এবং সালতানাতে সেলজুকিয়া ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ে। ফলে আরও কয়েকটি ক্ষুদ্র সালতানাতের মতো এশিয়া মাইনর খ্যাত আনাতোলিয়ায় প্রথম কিলিজ আরসালান ইবনে সুলায়মান ইবনে কুতুলমিশ ইবনে ইসরায়িল ইবনে সেলজুকের নেতৃত্বে রোমান সালতানাতে সেলজুকিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। ১২৩৯ খ্রিষ্টাব্দ থেকে এ রোমান সালতানাতে সেলজুকিয়া ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ে। সালতানাতজুড়ে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন জায়গিরের অধিপতিরা নিজেদের স্বাধীন সুলতান হিসেবে ঘোষণা করে বসে।

পশ্চিম আনাতোলিয়ায় ছোট্ট একটি জায়গির ছিল সাগুত। এর অধিপতি ছিলেন গাজি আরতুগ্রুল ইবনে সুলায়মান শাহ বেগ। তার ঔরসেই জন্মগ্রহণ করেন খিলাফতে উসমানিয়ার প্রতিষ্ঠাতা গাজি উসমান ইবনে আরতুগ্রুল বেগ। ১২৮১ খ্রিষ্টাব্দে গাজি আরতুগ্রুল বেগের ইনতেকাল হলে জায়গিরের অধিপতি হিসেবে গাজি উসমান ইবনে আরতুগ্রুল বেগ তার পিতার মসনদে বসেন। ১২৯৯ খ্রিষ্টাব্দে সেলজুকিয়া সালতানাত থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে তিনি সালতানাতে উসমানিয়ার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। তখন থেকে শুরু করে ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত মোট ৩৭ জন খলিফা ৬২৫ বছর খিলাফত পরিচালনা করেন।

ঘ. একনজরে সুলতান সুলায়মানের পূর্বপুরুষগণ

১. আমির প্রথম উসমান : (সময়কাল : ৬৯৯-৭২৬ হি.; ১২৯৯-১৩২৬ খ্রি.)

আমির, গাজি উসমান খান ইবনে গাজি আরতুগ্রুল বেগ ইবনে সুলায়মান শাহ বেগ (৬৫৬-৭২৬ হি.; ১২৫৮-১৩২৬ খ্রি.) খিলাফতে উসমানিয়ার প্রতিষ্ঠাতা। ১২৮১ খ্রিষ্টাব্দে পিতার ইনতেকাল হলে জায়গিরের অধিপতি হন গাজি উসমান ইবনে আরতুগ্রুল বেগ। ১২৯৯ খ্রিষ্টাব্দে গাজি উসমান ইয়েনিশহর দখল করে রাজ্যসীমা বৃদ্ধি করেন। তিনি ইয়েনি শহরে তার রাজ্যের রাজধানী স্থাপন করেন এবং 'আমির' উপাধি গ্রহণ করেন। ১৩২৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ইনতেকাল করেন। গাজি উসমানের ইনতেকালের সময় তার রাজ্যসীমা ছিল ১৬ হাজার বর্গকিলোমিটার।

২. সুলতান প্রথম উরখান : (সময়কাল : ৭২৬-৭৬১ হি.; ১৩২৭-১৩৬০ খ্রি.)

গাজি উরখান ইবনে উসমান খান (৬৮০-৭৬১ হি.; ১২৮১-১৩৬০ খ্রি.) ছিলেন আমির উসমানের সুযোগ্য পুত্র। তিনি শাসক হিসেবে 'সুলতান' উপাধি ধারণ করেন। আমির উসমানের মতোই সুলতান উরখান সাদাসিধে জীবনযাপন করতেন। তিনি ছিলেন ইসলামের একজন নিষ্ঠাবান অনুসারী; রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থানে বহু মসজিদ-মাদরাসা ও হাসপাতাল স্থাপন করেন।

উসমানের শাসনকালে রাজ্যে কোনো নিয়মিত সেনাবাহিনী ছিল না। যুদ্ধের সময় ঘোষণা দেওয়া হতো, আগ্রহী লোকেরা এগিয়ে আসত। তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে যুদ্ধের ময়দানে নিয়ে যাওয়া হতো। দূরদর্শী সুলতান উরখান একটি নিয়মিত সেনাবাহিনী গড়ে তোলেন। পদাতিক বাহিনীর নাম দেওয়া হয় পিয়াদা, অশ্বারোহী বাহিনীকে বলা হতো সিপাহি আর যুবকদের মধ্যে থেকে যারা অধিক সাহসী ও বিচক্ষণ তাদের নিয়ে জেনেসারি নামে একটি সৈন্যদলও গড়ে তোলেন তিনি।

১৩৬০ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান উরখান ইনতেকাল করেন। সুলতান উরখানের ইনতেকালের সময় তার রাজ্যসীমা ছিল ৯৫ হাজার বর্গকিলোমিটার।

৩. সুলতান প্রথম মুরাদ : (সময়কাল : ৭৬১-৭৯১ হি.; ১৩৬০-১৩৮৯ খ্রি.)

সুলতান, আমির, শহিদ মুরাদ ইবনে উরখান (৭২৬-৭৯১ হি.; ১৩২৬-১৩৮৯ খ্রি.) ছিলেন সুলতান উরখানের জ্যেষ্ঠপুত্র। তিনি ছিলেন একজন নিরক্ষর ব্যক্তি, কিন্তু অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী। ছিলেন দূরদর্শী রাজনীতিবিদ। ইসলামের একজন নিষ্ঠাবান অনুসারী। তার আমলে উসমানি সেনাবাহিনী বেশ শক্তিশালী হয়।

কসোভার যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধবিজয়ের পর মিলোস ওবিলিক নামের একজন সার্বীয় সৈনিক সুকৌশলে সুলতান মুরাদের নিকটবর্তী হয়ে তাকে হত্যা করে। ১৩৮৯ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান মুরাদ শহিদ হন। শহিদ সুলতান মুরাদের শাহাদাতের সময় তার সালতানাতের সীমা ছিল ৫ লাখ বর্গকিলোমিটার।

৪. সুলতান প্রথম বায়েজিদ : (সময়কাল : ৭৯১-৮০৫ হি.; ১৩৮৯-১৪০২ খ্রি.)

সুলতান, আমির, গাজি ইলদ্রিম বায়েজিদ ইবনে মুরাদ (৭৬১-৮০৪ হি.; ১৩৪৫-১৪০৩ খ্রি.) ছিলেন সুলতান প্রথম মুরাদের দ্বিতীয় সন্তান। সুলতান বায়েজিদ ছিলেন দৃঢ় মনোবলের অধিকারী। রণক্ষেত্রে তিনি অসাধারণ ক্ষিপ্রতা প্রদর্শন করতেন। এ জন্য তাকে ইলদ্রিম বা বিদ্যুৎ বলা হতো। ইউরোপীয় খ্রিষ্টানদের সাথে যুদ্ধ করে তিনি খিলাফতে উসমানিয়াকে যথেষ্ট সুসংহত করেছিলেন।

১৩৯৭ খ্রিষ্টাব্দে গ্রিসের বিশপ রানি হেলেনার দুর্নীতি ও অত্যাচারে অতিষ্ঠ জনগণ তাদের মুক্ত করার উদ্দেশ্যে সুলতান বায়েজিদের প্রতি গ্রিস আক্রমণের আহ্বান জানান। সুলতান বায়েজিদ সসৈন্যে অগ্রসর হলে গ্রিসের রানি এগিয়ে এসে সুলতানের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তার বশ্যতা স্বীকার করে নেন। এরপর সুলতান বায়েজিদ কনস্টান্টিনোপল অবরোধ করেন। এ সময় তিনি খবর পান যে, তাতার সমরনায়ক তৈমুর লং (১৩৩৬-১৪০৫ খ্রি.) জর্জিয়া প্রভৃতি অঞ্চল দখল করে এশিয়া মাইনরের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। সুলতান বায়েজিদ কনস্টান্টিনোপলের অবরোধ তুলে নিয়ে তৈমুর লংয়ের মোকাবিলার জন্য অগ্রসর হন। ১৪০২ খ্রিষ্টাব্দে আঙ্কারা প্রান্তরে উভয় পক্ষের

তুমুল যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে সুলতান বায়েজিদ পরাজিত হন এবং তৈমুর লংয়ের বাহিনী তাকে বন্দি করে তুরস্কের আকশিরে নিয়ে যায়। ১৪০৩ খ্রিষ্টাব্দে আকশিরে তিনি বন্দি অবস্থায় ইনতেকাল করেন।

৫. সুলতান প্রথম মুহাম্মদ : (সময়কাল : ৮১৫-৮২৪ হি.; ১৪১৩-১৪২১ খ্রি.)

আঙ্কারার যুদ্ধে পরাজিত হয়ে আকশিরে বন্দি অবস্থায় সুলতান প্রথম বায়েজিদের ইনতেকালের পর খিলাফতে উসমানিয়ায় বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় এবং সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে শাহজাদাদের মধ্যে আত্মকলহ শুরু হয়, যা ১১ বছর (১৪০২-১৪১৩ খ্রি.) অব্যাহত থাকে। অবশেষে ১৪১৩ সালে সকল নৈরাজ্যের অবসান ঘটিয়ে সুলতান বায়েজিদের জ্যেষ্ঠপুত্র সুলতান, আমির, গাজি মুহাম্মদ চেলবি ইবনে বায়েজিদ (৭৮১-৮২৪ হি.; ১৩৭৯-১৪২১ খ্রি.) খিলাফতে উসমানিয়ার নেতৃত্বে আসীন হন এবং সালতানাতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। তিনি দীর্ঘ ১১ বছর যুদ্ধ করার পর সালতানাতকে একত্র করতে সক্ষম হন। এ জন্য সুলতান প্রথম মুহাম্মদ খিলাফতে উসমানিয়ার দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে পরিচিত।

তিনি সালতানাতের সীমানা বৃদ্ধি করার চেয়ে রাষ্ট্রের সংহতির বিষয়টিকে প্রাধান্য দিতেন। ১৪২১ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান মুহাম্মদ ইনতেকাল করেন।

৬. সুলতান দ্বিতীয় মুরাদ : (সময়কাল : ৮২৪-৮৫৫ হি.; ১৪২১-১৪৫১ খ্রি.)

সুলতান, আমির, গাজি, মুরাদ ইবনে মুহাম্মদ চেলবি (৮০৬-৮৫৫ হি.; ১৪০৪-১৪৫১ খ্রি.) ছিলেন সুলতান প্রথম মুহাম্মদের প্রথম সন্তান। তিনি মাত্র ১৮ বছর বয়সে সালতানাতের উত্তরাধিকারী হন।

সুলতান দ্বিতীয় মুরাদ ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান মুসলিম। তিনি অত্যন্ত দয়ালু, উদার, বিজ্ঞ ও পরমতসহিষ্ণু হিসেবে সর্বজনবিদিত ছিলেন। দরিদ্র-দুঃখী মানুষের বন্ধু এবং সুশাসক ছিলেন। ইসলামি মূল্যবোধের উজ্জীবন ও সংরক্ষণের দিকে তার ছিল সজাগ দৃষ্টি। সালতানাতের সর্বত্র তিনি বহুসংখ্যক মসজিদ-মাদরাসা স্থাপন করেন। জনগণের সুচিকিৎসার জন্য স্থাপন করেন বহু হাসপাতাল। ১৪৫১ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান মুরাদ ইনতেকাল করেন।

৭. সুলতান দ্বিতীয় মুহাম্মদ : (সময়কাল : ৮৫৫-৮৮৬ হি.; ১৪৫১-১৪৮১ খ্রি.)

সুলতান, আমির, আবুল খায়রাত, আবুল ফুতুহ, গাজি, ফাতিহ মুহাম্মদ খান ইবনে মুরাদ (৮৩৩-৮৮৬ হি.; ১৪২৯-১৪৮১ খ্রি.) ছিলেন সুলতান দ্বিতীয় মুরাদের জ্যেষ্ঠপুত্র। সালতানাতের মসনদে আসীন হওয়ার সময় তার বয়স হয়েছিল ২১ বছর।

সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ একজন নিষ্ঠাবান মুসলিম ছিলেন। ইসলামি প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি তার ছিল বলিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষকতা। এ জন্য তাকে 'নেক আমলের জনক' বলা হতো। সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ ছিলেন অসীম সাহসের অধিকারী। রণকৌশলে তার পারদর্শিতা ছিল অসাধারণ। তিনি গড়ে তোলেন এক লাখ সদস্য-বিশিষ্ট একটি সুদক্ষ সেনাবাহিনী। খ্রিষ্টবাদী ঐতিহাসিক বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের প্রাণকেন্দ্র কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের জন্য সুলতান মুহাম্মদ 'ফাতিহ মুহাম্মদ' বা বিজেতা মুহাম্মদ নামে ইসলামি ইতিহাসে বিখ্যাত ও অমর হয়ে আছেন।[৭]

১৪৮১ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ ইনতেকাল করেন। তিনি দু'পর্যায়ে (১৪৪৪-১৪৪৬ খ্রি. ও ১৪৫১-১৪৮১ খ্রি.) খিলাফতে উসমানিয়া পরিচালনা করেন।

৮. সুলতান দ্বিতীয় বায়েজিদ : (সময়কাল : ৮৮৬-৯১৮ হি.; ১৪৮১-১৫১২ খ্রি.)

সুলতান, আমির, গাজি, বায়েজিদ খান ইবনে মুহাম্মদ আল-ফাতিহ খান (৮৫১-৯১৮ হি.; ১৪৪৭-১৫১২ খ্রি.) ছিলেন সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ খানের জ্যেষ্ঠপুত্র। শাসক হিসেবে সুলতান বায়েজিদ বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারেননি। শাসনকালের প্রথম ভাগে তাকে ভাইদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয়। ১৫১২ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান বায়েজিদ জেনেসারি ও অন্যান্য সৈন্যদের চাপের মুখে তার কনিষ্ঠ পুত্র প্রথম সালিমের পক্ষে ক্ষমতা ত্যাগে বাধ্য হন এবং সেই বছরই তিনি ইনতেকাল করেন।[৮]

৬. সুলতান সুলায়মানের পিতা-মাতা

পিতা : সুলতান সুলায়মানের পিতার নাম খলিফাতুল মুসলিমিন, আমিরুল মুমিনিন, খাদিমুল হারামাইন আশ-শরিফাইন, সুলতান, গাজি, ইয়াভুয সালিম খান ইবনে বায়েজিদ খান আল-কাতি' আশ-শুজা' আল-আব্বাস আর-রাহিব (৮৭৪-৯২৬ হি.; ১৪৭০-১৫২০ খ্রি.) ছিলেন সুলতান দ্বিতীয় বায়েজিদের কনিষ্ঠ পুত্র। তিনিই প্রথম উসমানি সুলতান, যিনি ইসলামের খলিফা উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি অত্যন্ত আল্লাহভীরু ছিলেন, দ্বীনি আলোচনায় অংশ নিতে আনন্দ পেতেন। ছিলেন বিদ্যানুরাগী ব্যক্তিত্ব। গভীর রাত পর্যন্ত পড়াশোনা করতেন। জনগণের সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধির ব্যাপারে তার ছিল সজাগ দৃষ্টি। সেনাবাহিনীর সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির দিকেও তার নজর ছিল।

---

[৭] মুহাম্মদ পাবলিকেশন থেকে ড. আলি মুহাম্মদ সাল্লাবি প্রণীত *মুহাম্মদ আল-ফাতিহ* জীবনীগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

[৮] দেখুন : সালাহ আবু দাইয়াহ, *আসসুলতান সুলায়মান আল-কানুনি : মিরাআতুল ওয়াকি' ওয়া দারাসা কাশিফাহ* : ২২-২৯; প্রাগুক্ত।

১৫১৪ খ্রিষ্টাব্দে খলিফা সালিম চালদিরান প্রান্তরে সাফাবি সাম্রাজ্যের শাসক শাহ প্রথম ইসমাইল ইবনে হায়দার আস-সাফাবিকে পরাজিত করেন। ফলে পারস্যের রাজধানী তাবরিজসহ ইরানের অনেক অঞ্চল খিলাফতে উসমানিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৫১৬ খ্রিষ্টাব্দে খলিফা সালিম মিসরের মামলুক সালতানাত (১২৫০-১৫১৭ খ্রি.) শাসক আল-আশরাফ কানসুহ আল-গুরি (১৪৪১-১৫১৬ খ্রি.)-কে পরাজিত করে সিরিয়া, ফিলিস্তিন এবং পবিত্র মক্কা-মদিনাসহ মধ্যপ্রাচ্যের বৃহত্তর অংশ দখল করেন। এ সময় তিনি পবিত্র মক্কা ও মদিনা শরিফের খাদিম হিসেবে 'খাদিমুল হারামাইন' উপাধি গ্রহণ করেন।

১৫১৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মিসরের নতুন শাসক আল-আশরাফ তুমান বে দ্বিতীয় (১৪১৭-১৫১৭)-কে কায়রোর নিকতবর্তী রিদানিয়া প্রান্তরে পরাজিত করে মিসরকে খিলাফতে উসমানিয়ার অন্তর্ভুক্ত করে নেন।

১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দে তাতার সমরনায়ক হালাকু খানের হাতে বাগদাদের পতনের মধ্য দিয়ে বাগদাদকেন্দ্রিক বিশাল খিলাফতে আব্বাসিয়া তছনছ হয়ে গিয়েছিল। আব্বাসিয়া বংশের জীবিত সদস্যগণ পালিয়ে মিসরে আশ্রয় নিয়েছিলেন। মিসরে স্থানীয়ভাবে তখন চলছিল মামলুক সাম্রাজ্যের শাসন। 'খলিফা' পদবি তখন মুসলিম জাহানের আত্মিক ঐক্যের একটি প্রতীকী পদবি হিসেবেই অবশিষ্ট ছিল। খলিফা সালিম যখন মিসর জয় করেন তখন খলিফা পদবিধারী ও খিলাফতে আব্বাসিয়ার শেষ খলিফা তৃতীয় মুহাম্মদ আল-মুতাওয়াক্কিল আলাল্লাহ কায়রোতে অবস্থান করছিলেন। খলিফা সালিম তাকে বন্দি করে কনস্টান্টিনোপলে নিয়ে আসেন এবং খলিফার পদ থেকে অব্যাহতি দিয়ে নিজেকে মুসলিম বিশ্বের 'খলিফা' ঘোষণা করেন। এরপর থেকে ইতিহাসে উসমানি শাসকগণ 'আমিরুল মুমিনিন' ও 'খলিফাতুল মুসলিমিন' হিসেবে স্বীকৃত হন।

১৫২০ খ্রিষ্টাব্দে খলিফা সালিম ইনতেকাল করেন। তার আট বছরের শাসনামলে খিলাফতে উসমানিয়ার আয়তন ২৫ লাখ বর্গকিলোমিটার থেকে বেড়ে ৬৫ লাখ বর্গকিলোমিটারে পৌঁছেছিল।[৯]

মাতা : ১৪৭৫ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান সুলায়মানের প্রপিতামহ সুলতান দ্বিতীয় মুহাম্মদ ক্রিমিয়াসহ কাফা দখল করেছিলেন। ক্রিমিয়ার খান মেনলি গিরাইকে তিনি উসমানি আশ্রিত রাজা হিসেবে বহাল রাখেন। কয়েক বছর পর সুলায়মানের পিতা প্রথম সালিম বিয়ে করেন মেলি গিরাইয়ের কন্যা হাফসা সুলতানাকে। তাতার মেনলি গিরাই জামাতা সালিমকে সিংহাসনে তার অধিকার প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করেন। ক্রিমিয়ার তাতার খানেরা ককেশীয় মহিলাদের বিয়ে করতেন। হাফসা খাতুন ছিলেন যেমন বুদ্ধিমান তেমন

[৯] প্রাগুক্ত : ৩২-৩৬; একেএম নাজির আহমদ, *উসমানি খিলাফতের ইতিকথা* : ২১।

সুন্দরী। সুলায়মানের জন্মের সময় তার বয়স ছিল ১৭ বছর। তিনি ছিলেন সুলতান প্রথম সালিমের শেষ মুক্ত স্ত্রী। হাফসা খাতুনের উত্তরসূরিদের সবাই ছিলেন ক্রীতদাসী। তার মাধ্যমে সুলতান সুলায়মানের ধমনীতে মোঙ্গল বীর চেঙ্গিস খানের রক্ত প্রবাহিত হয়। কেননা ক্রিমিয়ার তাতার খানেরা ছিলেন চেঙ্গিস খানের জ্যেষ্ঠ পুত্র জোসির উত্তরসূরি।[১০]

৪. নামকরণ

শুরুতে উল্লেখ করা হয়েছে, সুলতান সুলায়মান তুরস্কের ট্রাবজোন শহরে ১৪৯৪ সালের ৬ নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা ছিলেন মুসলিম জাহানের খলিফা সালিম। সুলায়মান তার একমাত্র ছেলে। সুতরাং বুঝাই যাচ্ছে, ছেলেটি বাবা-মায়ের খুবই গর্বের ধন। জন্মের পর আদরের সোনামানিকের এখন রাখতে হবে নাম। সালিম ও হাফসা জানতেন, ইসলাম ধর্মে শিশুর সুন্দর ও অর্থপূর্ণ নাম রাখার তাগিদ দেওয়া হয়েছে।[১১] পবিত্র কুরআনে কোনো ব্যক্তিকে বিকৃত নামে ডাকতে নিষেধ করা হয়েছে।[১২] সে সময় তার যে নাম রাখা হয় সবাই তাকে সেই নামেই ডাকে। দুধপান অবস্থায় তাকে ডাকলেও সে বুঝতে পারে, তাকে ডাকছে। তাই কেউ ডাকলে তার দিকে তাকায়। আর বড় হবার পর এ নামেই সে পরিচিতি লাভ করে।

হজরত আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন তোমাদের ডাকা হবে তোমাদের নামে এবং তোমাদের পিতাদের নামে, তাই তোমাদের নামগুলো সুন্দর রাখো। সুতরাং শিশুর সুন্দর, অর্থবোধক, মার্জিত, ইসলামি ভাবধারায় উজ্জীবিত, সুন্দর নাম রাখা কর্তব্য, যা পরবর্তী সময়ে শিশুর জীবনে প্রভাব ফেলে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে কোনো লোক এলে তিনি তার নাম জিজ্ঞাসা করতেন। কারও নাম সুন্দর হলে তিনি খুশি হতেন। আর কারও নাম অসুন্দর হলে তিনি তা পরিবর্তন করে দিতেন।

মানুষের জীবনে নামকরণের রয়েছে বিরাট প্রভাব। হাদিসে এসেছে, হজরত সায়িদ ইবনে মুসাইয়িব রাদিয়াল্লাহু আনহুর দাদা হাজন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গেলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কী? তিনি বললেন, আমার নাম হাজন (শক্ত)। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, না বরং তোমার নাম হওয়া উচিত সাহল (সহজ, সরল)। তিনি উত্তরে বলেন, আমার পিতা যে নাম

---

[১০] দেখুন : সালাহ আবু দাইয়াহ, *আসসুলতান সুলায়মান আল-কানুনি : মিরাবাতুল ওয়াকি' ওয়া দারামা কাবিবাহ* : ৭৬; সাহাদত হোসেন খান, *উসমানি সাম্রাজ্যের উত্থান* : ৩০৯।

[১১] *সহিহ মুসলিম* : অধ্যায় ৩৯, ৫৪৪১-৫৪৪৬।

[১২] *সুরা হুজুরাত* : আয়াত ১১।

রেখেছেন তা আমি পরিবর্তন করব না। সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব বলেন, এরপর আমাদের পরিবারে পরবর্তীকালে কঠিন অবস্থা ও পেরেশানি লেগে থাকত। তাই অর্থ জেনে নাম রাখা জরুরি।

এই জরুরি কাজটি খুব সুন্দরভাবে আনজাম দিয়ে গেছেন উসমানি সুলতান সালিম। তিনি নবি সুলায়মান আলাইহিস সালামের সাথে মিলিয়ে আদরের দুলালের নাম রাখলেন 'সুলায়মান'। আমাদের অনেকেরই জানা থাকার কথা, হজরত দাউদ আলাইহিস সালামের মৃত্যুর পর সুযোগ্য পুত্র সুলায়মান তার স্থলাভিষিক্ত হন। শেষনবি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবের ন্যূনাধিক দেড় হাজার বছর পূর্বে তিনি নবি হন। সুলায়মান ছিলেন পিতার ১৯ জন পুত্রের অন্যতম। আল্লাহ পাক তাকে জ্ঞানে, প্রজ্ঞায় ও নবুওয়াতের সম্পদে সমৃদ্ধ করেন। এ ছাড়া তাকে এমন কিছু নিয়ামত দান করেন, যা অন্য কোনো নবিকে দান করেননি। ইমাম বাগাবি রহ. ইতিহাসবিদগণের বরাতে বলেন, সুলায়মান আলাইহিস সালামের মোট বয়স হয়েছিল ৫৩ বছর। ১৩ বছর বয়সে রাজকার্য হাতে নেন এবং শাসনের চতুর্থ বছরে বায়তুল মুকাদ্দাসের নির্মাণ কাজ শুরু করেন। তিনি ৪০ বছর রাজত্ব করেন। তবে তিনি কত বছর বয়সে নবি হয়েছিলেন সে বিষয়ে কিছু জানা যায় না। শাম ও ইরাক অঞ্চলে পিতার রেখে যাওয়া রাজ্যের তিনি বাদশাহ ছিলেন। তার রাজ্য তৎকালীন বিশ্বের সবচেয়ে সুখী ও শক্তিশালী রাজ্য ছিল। কুরআনে সাতটি সুরায় ৫১টি আয়াতে তার সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে।[১৩]

দাউদ আলাইহিস সালামের ন্যায় সুলায়মান আলাইহিস সালামকেও আল্লাহ বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য দান করেছিলেন, যা আর কাউকে দান করেননি। যেমন : (১) বায়ু প্রবাহ অনুগত হওয়া (২) তামাকে তরল ধাতুতে পরিণত করা (৩) জিন অধীনস্থ করা (৪) পক্ষিকুল অনুগত করা (৫) পিপীলিকার ভাষা বোঝা (৬) অতুলনীয় সাম্রাজ্য দান করা (৭) প্রাপ্ত অনুগ্রহের হিসাব না রাখার অনুমতি পাওয়া। কুরআন, হাদিস ও ইতিহাসগ্রন্থাদিতে তার বিস্তারিত জীবনী বিবৃত হয়েছে। সুলায়মান আলাইহিস সালামের জীবনী থেকে আমরা যেসব শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ পাই তা হলো—

- নবুওয়াত ও খিলাফত একত্রে একই ব্যক্তির মাধ্যমে পরিচালিত হওয়া সম্ভব।
- ধর্মই রাজনীতির প্রধান চালিকা শক্তি। ধর্মীয় রাজনীতির মাধ্যমেই পৃথিবীতে প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। অবশ্যই এটা হতে হবে ইসলাম। কেননা, ইসলামই একমাত্র পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা।

---

[১৩] যথাক্রমে (১) *সুরা বাকারা* ২/১০২; (২) *নিসা* ৪/১৬৩; (৩) *আনআম* ৬/৮৪; (৪) *আম্বিয়া* ২১/৭৮-৭৯, ৮১-৮২; (৫) *নমল* ২৭/১৫-৪৪=৩০; (৬) *সাবা* ৩৪/১২-১৪; (৭) *সোয়াদ* ৩৮/৩০-৪০=১১; মোট ৫১টি আয়াত।

- প্রকৃত মহান তিনিই, যিনি সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হয়েও অহংকারী হন না; বরং সর্বদা আল্লাহর প্রতি বিনীত থাকেন।

- শত্রুমুক্ত কোনো মানুষ দুনিয়াতে নেই। সুলায়মানের মতো একচ্ছত্র এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী বাদশাহর বিরুদ্ধেও চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র ও মিথ্যাচার চালানো হয়েছে।

- সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে জনগণের জন্য কাজ করলেও তারা অনেক সময় না বুঝে বিরোধিতা করে। যেমন : বায়তুল মুকাদ্দাস মসজিদের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত না হওয়ায় আল্লাহ বাকি সময়ের জন্য সুলায়মানের প্রাণহীন দেহকে লাঠিতে ঠেস দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখেন—জিন, মিস্ত্রী ও জোগাড়েদের ভয় দেখানোর জন্য, যাতে তারা কাজ ফেলে রেখে চলে না যায় এবং নতুন চক্রান্তে লিপ্ত হবার সুযোগ না পায়।

যাইহোক, হজরত সুলায়মান আলাইহিস সালামের জীবনী আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়; বরং এই গ্রন্থ যাকে উদ্দেশ্য করে লেখা তার নামকরণের ব্যাপারটি আলোচনা করতে গিয়ে এত দূর চলে এসেছি।

৫. প্রাথমিক জীবন

একজন শিক্ষার্থীর বাবা যখন যোগ্য আলেম বা শাসক হন, হন আপন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত কেউ; তখন তিনি তার অন্তহীন সাধনা ও পরিশ্রমের মাধ্যমে চারপাশে সব বাধা ডিঙিয়ে দ্বীনি কাজের একটি ফলবান পরিবেশ গড়ে তোলেন। তার সন্তান যদি তার যোগ্য উত্তরসূরি হতে পারে তাহলে তাকে আর দ্বীনি কর্মসূচি বাস্তবায়নে বড় বেশি বাধার মুখে পড়তে হয় না। কারণ, এটা তার বাবা করে গেছেন। তার কাজ হয় বাবার গতিমান কর্মসূচি ও মিশনকে শুধু জারিত পণে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। ফলে সে এক জীবনে ১০ জীবনের ফল ঘরে তুলতে পারে! যেমনটি পেরেছেন সুলতান সুলায়মান।

ক. পড়াশোনা

জন্মের পর সুলায়মানের পিতামাতা এ আশায় বুক বেঁধেছিলেন যে, তাদের এ কলিজার টুকরাকে সাম্রাজ্য পরিচালনা ও পথহারা উম্মাহকে সঠিক পথে চলতে সহায়তা করার জন্য দ্বীনের ধারক-বাহক হিসেবে গড়ে তুলবেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এ মেহেরবান পিতা-মাতাকে নিরাশ করেননি। এ মহান উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে শিশুকালে সুলায়মানের পিতা-মাতা তাকে কুরআনে কারিম শিক্ষার ব্যবস্থা করেন।

বিশেষত সুলতান সুলায়মানের মা হাফসা সুলতানা সন্তানের চরিত্র গঠন ও গুণগত লেখাপড়ার দিকে বেশি মনোযোগী ছিলেন। দাদি গুলবাহার খাতুনই ছিলেন কার্যত

সুলায়মানের প্রথম শিক্ষক।[১৪] মাত্র সাত বছর বয়সে সুলায়মান তার দাদা সুলতান দ্বিতীয় বায়েজিদ-এর কাছে ইস্তাম্বুলে গিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়া শুরু করেন। পৃথিবী বিখ্যাত জ্ঞানতাপস খিজির আফেন্দি ছিলেন তার উসতাদদের অন্যতম। তার কাছেই সুলায়মান ইতিহাস, বিজ্ঞান, সাহিত্য, ধর্মতত্ত্ব, রাষ্ট্রনীতি ও সমরকৌশল নিয়ে অধ্যয়নের সুযোগ পান।[১৫]

যোগ্য পিতার যোগ্য পুত্রের যে সফলতার উজ্জ্বল সম্ভাবনা, এটা পৃথিবীতে সকল সৃষ্টির সইলেও শয়তানের সয় না। ফলে সে সবচেয়ে বেশি সতর্ক থাকে যোগ্য ও আদর্শবাদী আলেম ও শাসকগণের সন্তানদের ক্ষেত্রে। তার একটাই টার্গেট থাকে, যোগ্য ও আদর্শবাদী কোনো আলেম বা শাসকের সন্তান যেন বাবার মিশনের পতাকা নেওয়ার যোগ্য হয়ে গড়ে উঠতে না পারে। কিন্তু আমাদের আলোচ্য মনীষীর ক্ষেত্রে শয়তানের এই প্ররোচনা ধোপে টেকেনি।

ধর্মীয় শিক্ষক তাকে কুরআন শিক্ষা দেন এবং একই সময় তাকে গণিত ও সংগীত শিক্ষা দেওয়া হয়। তির চালনার মতো শারীরিক অনুশীলনের সাথে তাকে পরিচিত করে তোলা হয়। এখন প্রশ্ন আসতে পারে, পড়াশোনার সাথে তির চালনার আবার কীসের সম্পর্ক! ওরিয়েন্টালিস্ট আর ফ্রিম্যাসন ইহুদিদের বহুমুখী ষড়যন্ত্রের একটি হচ্ছে ইসলাম ও ইসলামি শিক্ষাকে উগ্রবাদ হিসেবে উপস্থাপন করা। অথচ ইসলাম ফিতরাত তথা প্রকৃতির ধর্ম। ইসলাম প্রকৃতিবান্ধব; প্রকৃতির অনুকূল সবকিছুই সমর্থন করে, যতক্ষণ না তা মানুষের ইহ বা পরকালীন ক্ষতির কারণ হয়। শরীরচর্চায় শরীরের উপকার আছে বলে ইসলাম বরাবরই একে উৎসাহিত করে। অলস অকর্মণ্যদের ইসলাম পছন্দ করে না। খোদ মানুষের স্রষ্টা আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন কর্মচঞ্চল, সজীব, প্রাণবন্ত বলিষ্ঠ ইমানদারকে। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ.

'শক্তিশালী মুমিন আল্লাহর কাছে উত্তম ও অধিক প্রিয় দুর্বল মুমিনের চেয়ে।'[১৬]

---

[১৪] ড. ফারিদুন আমজান, *সুলায়মান আল-কানুনি : সুলতানুল বারবাইন ওয়াল বাহরাইন* : ১৬; কনক মনিরুল ইসলাম, *সুলতান সুলেমান ও অটোমান সাম্রাজ্য* : ৬০।

[১৫] Quoted in Alan Fisher (1993). "*The Life and Family of Süleymân I*". *In İnalcık, Halil*; Cemal Kafadar (eds.). Süleymân The Second [i.e. the First] and His Time. Istanbul: Isis Press. p. 2. ISBN 975-428-052-5; সালাহ আবু দাইয়াহ, *আসসুলতান সুলায়মান আল-কানুনি : মিরারাতুল ওয়াকি' ওয়া দারামা কাযিবাহ* : ৭৬।

[১৬] *সহিহ মুসলিম* : হাদিস নং ৬৯৭৫।

তাই সাধারণভাবে ইসলামে শরীরচর্চা একটি বৈধ ও উত্তম কাজ। এর দ্বারা বেশকিছু মহৎ লক্ষ্য অর্জন হয়। যেমন : শরীরচর্চার মাধ্যমে ইসলামের জন্য জীবনবাজি রেখে জিহাদের প্রশিক্ষণের কাজ হয়। দেহে প্রফুল্লতার সঞ্চার হয় এবং প্রাণশক্তি বৃদ্ধি পায়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিহাদের প্রস্তুতি হিসেবে কুস্তিযুদ্ধ ও ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতাকে উৎসাহিত করেছেন। তেমনি হাদিসে স্পষ্ট বলা হয়েছে, প্রতিযোগিতা কেবল তিনটি খেলায়ই অনুমোদিত। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

لاَ سَبَقَ إِلاَّ فِي نَصْلٍ أَوْ حَافِرٍ أَوْ خُفٍّ

'প্রতিযোগিতা বৈধ কেবল তিরন্দাজিতে, উট ও ঘোড় দৌড়ে।'[১৭]

যাইহোক, খতনার পর ১১ বছর বয়সে তিনি তার মা ও হেরেম ত্যাগ করেন। অধ্যয়ন করেন হিস্ট্রি অব ফোরটি উজির, দ্য হিস্ট্রি অব সিন্দবাদ দ্য ফিলসোফার, কালিলা ও দিমনা, আরব্য রজনী, সৈয়দ বাত্তালের জীবনী ইত্যাদি। একসময় তিনি আরবি ও ফারসি ভাষা শেখেন। পাঁচটি ভাষায় তিনি কথা বলতে পারতেন।[১৮]

বাবার বলে দেওয়া মনজিল কী জাদুর মতো স্পর্শ করেছিল তাকে। মনজিল কী হবে, কী হবে জীবনের অভীষ্ট লক্ষ্য, যেই ছক এঁকেছেন কখনও অভিভাবক কখনও শিক্ষক। আর শিক্ষার্থী 'গুরুবাক্য শিরোধার্য' বলে ছক ধরে হেঁটেছেন আর হেঁটেছেন। তারপর গিয়ে দাঁড়িয়েছেন প্রতিষ্ঠার এমন উচ্চতর মঞ্চে; পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিমের সকল সচেতন মুসলিম তার সম্পর্কে আজ অবগত। দেড় দশক আগের এই মানুষটি হলেন মহান সুলতান সুলায়মান।

খ. গভর্নর

ছোটবেলা থেকেই অত্যন্ত নম্র, ভদ্র, বিনয়ী, চিন্তাশীল, প্রখর মেধাবী ও তীক্ষ্ণবুদ্ধির অধিকারী হওয়ায় অতি অল্প বয়সেই প্রাথমিক ও উচ্চ শিক্ষা-দীক্ষা সাফল্যের সাথে সমাপ্ত করে কৃতিত্ব অর্জন করতে সক্ষম হন সুলায়মান। তারপর সুলায়মান ১৫ বছর বয়স হওয়া অবধি ট্রাবজোনে তার পিতার সাথে অবস্থান করেন। এই ট্রাবজোনই ছিল তার জন্মস্থান।

যোগ্য বাবার যোগ্য পুত্র যখন বাবার মিশনের পতাকা তুলে নেয় পরম শ্রদ্ধা ও আস্থায় তখন ইতিহাসে সফলতার কী চমৎকার নাচন সৃষ্টি হয়, সে তো আমাদের অদেখা নয়।

---

[১৭] *জামে তিরমিযি* : ১৭০০; নাসায়ি : ৩৬০০।

[১৮] সাহাদত হোসেন খান, *উসমানি সাম্রাজ্যের উত্থান* : ৪০৬।

আর তাই নেতৃত্বের যোগ্যতা, সততা, বুদ্ধি, জ্ঞান ও প্রতিভার গুণে মাত্র ১৫ বছর বয়সে সুলায়মান গভর্নর নিযুক্ত হন। তাকে কয়েকটি প্রদেশের দায়িত্ব পালন করতে হয়। সুলতান প্রথম সালিম ভ্রাতৃদ্বন্দ্বে জিতে ক্ষমতায় বসেন ১৫১২ খ্রিষ্টাব্দে।

এবার পিতার ইচ্ছানুযায়ী সুলায়মান ইস্তাম্বুলে যাওয়ার আমন্ত্রণ পান এবং তার বাবার পক্ষ থেকে চাচাদের মধ্যে বিরোধ মেটানোর জন্য তাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। তখনো শাহজাদা সুলায়মান মানিসা প্রদেশের গভর্নরের দায়িত্ব পালন করছিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

খিলাফতের মসনদে

১. সুলতান সালিমের শেষ দিনগুলো

সুলতানের অসুস্থতা নিয়ে উদ্বিগ্ন মাহমুদ পাশাসহ উসমানি সাম্রাজ্যের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা। সুলতানের অবর্তমানে উসমানি সাম্রাজ্যের শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব তাদের ঘাড়েই বর্তায়। আর তারা সেটি করতে চান আয়েশা হাফসা সুলতানার নির্দেশেই। অল্পক্ষণের জন্য সবার সামনে উদয় হলেন আয়েশা। সংক্ষেপে সব করণীয় জানিয়ে দিলেন। সুলতানের জন্য সবার কাছে দুআ চাইলেন। মাহমুদ পাশা সুলায়মানের আগমনের বিষয়ে জানতে চাইলেন। কিন্তু আয়েশা দৃঢ়ভাবে জবাব দিলেন, এখনো যুবরাজের আসার সময় হয়নি। সভাসদদের প্রত্যেকেই সুলতানের সুস্থতা এবং দীর্ঘায়ু কামনা করে দুআ আয়োজনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। এ বিষয়ে সব ব্যবস্থা নিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে গেলেন সুলতানা।

সুলতানের শরীরের আসল অবস্থাটা তিনি সবার সামনে প্রকাশ করতে চাননি। কারণ এতে করে রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে। তখন পরিস্থিতি সামাল দেওয়া আয়েশার পক্ষে কঠিন হবে। তাই মুখে দৃঢ়তা দেখালেও ভেতরে ভেতরে তিনি ঠিকই পুড়ছিলেন। সেই সঙ্গে প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন সুলতানকে বিদায় জানানোর। উসমানিদের দীর্ঘদিনের ইতিহাস আয়েশা হাফসা সুলতানার জানা। সুলতান প্রথম সালিমের স্ত্রী হিসেবে

দেখেছেন রাজ্য পরিচালনায় কোন সময়ে কী ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে হয়। হাঁটতে হাঁটতে সুলতান সালিম খানের কক্ষে পৌঁছে গেলেন আয়েশা। স্ত্রীর আগমন টের পেয়ে চোখ ঘুরিয়ে তাকালেন সুলতান। আয়েশা এগিয়ে গিয়ে স্বামীর পাশে বসে পড়লেন।

'এখন কেমন লাগছে সুলতান?'

'ভালো না।'

'সব ঠিক হয়ে যাবে সুলতান। ভয়ের কিছু নেই। হেকিম বলেছে একটু বিশ্রাম নিলে আর ওষুধ খেলেই আপনি ঠিক হয়ে যাবেন।'

আয়েশার কথা শুনে হাসলেন সুলতান সালিম খান। বাঁ হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে স্ত্রীর হাতটা ধরে নিজের বুকের ওপর রাখলেন। এরপর বললেন,

'আমাকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করছ বেগম? আমি সব বুঝতে পারি। আমি যুদ্ধের ময়দানে কত মৃত্যু দেখেছি। মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েও কখনো ভয় পাইনি। আর এখন নিজের ঘরে নিজের রাজ্যে স্ত্রীর ভালোবাসার ছায়াতলে থেকেও ভয় কাটছে না আমার। এর মানে কী জানো?'

'মানে জানি না, জানতেও চাই না। আপনি দয়া করে একটু চুপ থাকুন ঘুমানোর চেষ্টা করুন সুলতান।'

'এখন আর স্বাভাবিক ঘুম আসবে না আমার। আমার জন্য অপেক্ষা করছে অনন্ত ঘুম। চোখ বুজলেই সব শেষ। আমি আমার খুব কাছাকাছি মৃত্যু দেখতে পাচ্ছি।'

দাঁত বের করে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন সুলতান সালিম খান। তাকে দেখে বোঝার উপায় নেই তিনিই উসমানি সাম্রাজ্যের অধিকর্তা, সবার মনে ত্রাস জাগানিয়া সুলতান। দু-চোখের তীব্র শূন্যতা জানান দিচ্ছে সুলতান তার জীবন সায়াহ্নে চলে এসেছেন।

'এভাবে বলবেন না সুলতান। আমি নিতে পারছি না। আপনি দয়া করে চুপ থাকুন।'

কথা বলতে বলতেই কেঁদে ফেললেন আয়েশা হাফসা। স্ত্রীর দিকে করুণ চোখে চেয়ে আরকেবার হাসলেন সালিম খান।

'কেঁদো না, আয়েশা। তাকদির কে মুছতে পারে বলো? আমার ডাক চলে এসেছে, আমাকে যেতেই হবে। কেউ আটকাতে পারবে না।'

'সুলতান!'

স্বামীর বুকে হাত চেপে ধরে অস্ফুট স্বরে চিৎকার করে উঠলেন আয়েশা।

'আয়েশা স্থির হও, আমার তোমাকে কিছু বলার আছে। আমার হাতে একদম সময় নেই।'

'এসব কী বলছেন সুলতান?'

'শোনো, আমি তোমার কাছে কোনো অন্যায় করে থাকলে আমাকে ক্ষমা করে দিয়ো। এই সাম্রাজ্য আমার স্বপ্ন। তুমি তা দেখে রেখো। আমাদের সন্তান এই উসমানি সাম্রাজ্যের সূর্য সুলায়মানকে তুমি তার করণীয় বুঝিয়ে দিয়ো। আমি তো তাকে তার দায়িত্ব বুঝিয়ে দিতে পারলাম না। সব দায়িত্ব তোমার। আল্লাহ তোমাদের ভালো রাখুন।'

বলেই কয়েক সেকেন্ড স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে থাকলেন সুলতান। এরপর তার চোখ জোড়া স্থির হয়ে গেল। আয়েশা হাফসা সুলতান যেন টের পেলেন কিছু একটা। চিৎকার করে উঠলেন তিনি।

দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছে। কনস্টান্টিনোপলের আকাশে যে দুর্যোগের মেঘ জমেছিল, আস্তে আস্তে সেই মেঘ কাটতে শুরু করেছে। সুলতান সালিম খান আস্তে আস্তে সেরে উঠছেন।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে দিন ১৫-এর চেয়েও বেশি সময় কেটে গেছে। ধকল কাটিয়ে এখন তিনি অনেকটাই চনমনে।

সুলতানের অসুস্থতার খবর আনুষ্ঠানিকভাবে প্রচার করা হয়নি। এরপরও সবাই জেনে গিয়েছিল। অচেনা উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল কনস্টান্টিনোপলের অন্দরে বাইরে। সেই উদ্বেগ কাটানোর জন্য এবার সুলতানের সুস্থতার খবর ছড়িয়ে দেওয়া হলো। ধারণাটা এসেছে আয়েশা হাফসার মাথা থেকে। তিনিই মাহমুদ পাশাকে ডেকে পাঠিয়ে নির্দেশ দিয়ে দিলেন। খবরটা প্রচার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গোটা রাজধানীজুড়ে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। সবার মধ্যে মিষ্টি বিতরণ করা হলো। সুলতানের দীর্ঘায়ু কামনা করে প্রার্থনারও আয়োজন করা হলো।

অসুস্থ হওয়ার আগে সুলতান সালিম খান নিজেই হাঙ্গেরি অভিযানের ঘোষণা দিয়েছিলেন। তখন থেকেই অভিযানের জন্য প্রস্তুত ছিল তাবৎ সৈন্যরা; কিন্তু যুদ্ধে যাওয়ার মতো শারীরিক পরিস্থিতি ছিল না সুলতানের। উল্টো জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে পৌঁছে গিয়েছিলেন। সেই অবস্থা যখন অনুকূলে চলে এল তখন সৈন্যরাই বা বসে থাকবে কেন। সব দিক শান্ত হয়ে উঠলেও উসমানি সৈন্যরা উত্তেজিত হয়ে উঠল। বিশেষ করে উসমানিদের বিশেষ বাহিনী 'জেনেসারি' সৈন্যরা নতুন অভিযানের জন্য রীতিমতো হাঙ্গামা শুরু করে দিল।

ওদিকে যুবরাজ সুলায়মানও তখন মানিসায় ব্যস্ত দিন কাটাচ্ছেন। বাবার কাছাকাছি থাকার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছেন সুলায়মান। কিন্তু সুলতান সালিম খানই পুত্রকে অগ্রাহ্য করেছেন। তার যুক্তি বাবার ছত্রছায়ায় নয়, স্বাধীনভাবে রাজ্য শাসন শিখুক সুলায়মান।

এ কারণেই আয়েশা হাফসার অনুরোধ সত্ত্বেও সুলায়মানকে দূরে রাখতেই পছন্দ করেন সালিম খান।

যুদ্ধের জন্য সৈন্যদের আগ্রহ-উত্তেজনা ভাবিয়ে তুলল উসমানি সুলতানকে। স্ত্রী ও সভাসদদের প্রবল আপত্তি থাকার পরও যুদ্ধযাত্রায় মনস্থির করে ফেললেন সালিম খান। মাহমুদ পাশার ডাক পড়ল। সুলতানের শারীরিক অবস্থার কথা বলে কিঞ্চিৎ আপত্তির চেষ্টা করলেন উজিরে আজম; কিন্তু কাজ হলো না।

হাঙ্গেরি অভিযানের প্রস্তুতি নেওয়ার নির্দেশ দিলেন সালিম খান। উসমানি সেনাদের মধ্যে হৈ হৈ রোল পড়ে গেল।

খবরটা যখন সুলতানের স্ত্রী আয়েশার কানে পৌঁছাল, তিনি উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। পুরো প্রক্রিয়ায় বাদ সাধতে চাইলেন সুলতানা। তিনি কিছুতেই যুদ্ধে যেতে দেবেন না সুলতানকে। সচরাচর সুলতানের সামনে সবাই সবকিছু বিনা বাক্যে মেনে নেয়; এমনকি আয়েশাও স্বামীকে সুলতান হিসেবে অনেক সম্মান করেন। বলা চলে সম্মান করতে বাধ্য। এটাই এখানকার নিয়ম। কিন্তু এবারের বিষয়টা যুদ্ধ কিংবা উসমানি সুলতানের শৌর্য-বীর্যের নয়; বিষয়টা একেবারেই ব্যক্তিগত। আয়েশা জানেন তার স্বামী কতটা অসুস্থ। কদিন আগেও বিছানা থেকে উঠে দাঁড়ানোর শক্তি পর্যন্ত ছিল না তার। এখন খানিকটা সুস্থ হলেও সুলতানকে পুরোপুরি শঙ্কামুক্ত বলা যায় না। এখন যেখানে বিশ্রাম নিয়ে আরোগ্য লাভের উপায় খোঁজা দরকার, সেখানে তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন যুদ্ধযাত্রায়! আয়েশা কেন? জগতের কোনো স্ত্রীর পক্ষেই এটা মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু সুলতান সালিম ভয়াবহ একগুঁয়ে এবং নাছোড়বান্দা। একবার মুখে যে কথা বলে দিয়েছেন, তার কোনো হেরফের তিনি করবেন না। এতে যদি প্রাণও যায়, তাতেও কিছু আসে যায় না তার।

প্রয়োজনে সুলায়মানকে আনিয়ে যুদ্ধে পাঠানোর প্রস্তাব করলেন আয়েশা হাফসা; কিন্তু এতেও রাজি হলেন না সালিম খান। তিনি কিছুতেই সুলায়মানকে এখানে আনতে চান না। তার কথা হলো সময় হলেই এখানে পৌঁছে যাবে সুলায়মান। আর সেটা কোনোভাবেই সালিম খানের জীবদ্দশায় নয়। সুলতানের যুদ্ধে যাওয়ার সিদ্ধান্তকে যখন কোনোমতেই পাল্টানো গেল না, তখন আয়েশাকেই হার মানতে হলো। যখন কোনো কিছুতেই রাজি হলেন না, তখন হেকিম হালিমা নিসা আর মালিদ আগাকে ডেকে পাঠানো হলো। এই দুজন এসেও তাদের প্রিয় সুলতানকে যুদ্ধে যাওয়ার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার কথা বলল। কারণ সুলতানের যে রোগ, ঘোড়ায় চড়ে বেড়ালে সেই রোগ আরেকবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। তখন সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করা আরও কঠিন হবে। কিন্তু কে শোনে কার কথা। সালিম খান তার সিদ্ধান্তে অটল। সালিম খানের একগুঁয়েমির কাছে হার মানল সবাই। কোনো বিকল্প নেই। যুদ্ধ হবেই। তবে একটা বিষয় পরিষ্কার